

আল্লাহর পাকড়াও এর ভয় এবং তাঁর দয়ার আশা নিয়েই প্রার্থনা করতে হবে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: **আল্লাহর পাকড়াও এর ভয় এবং তাঁর দয়ার আশা নিয়েই প্রার্থনা করতে হবে।**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৬৭

(167) إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয়ই তোমার রব অতি দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ৩৯ যুমার, আয়াতঃ ৫৩

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)

(হে মুহম্মদ) আপনি বলে দিন! হে আমার আল্লাহর বান্দাগণ!
যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর
রহমত থেকে নিরাশ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ
ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৫৬

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

আর আমার দয়া অ-তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যপ্ত।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ৪০

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ (40)

তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ৮৫ বুরুজ, আয়াতঃ ১২

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12)

তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠোর।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৫৫ আর রহমান, আয়াতঃ ৪৬

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (46)

আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।

হাদীস বুখারী ৬৫৬১, ৬৫৬২, মুসলিম ২১৩

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘুতর ব্যক্তির শাস্তি হবে এটাই যে, তার দু'পায়ের নীচে আগুনের দু'টি অঙ্গার রাখা হবে, আর তাতে তার মস্তিষ্ক গলতে থাকবে। সে মনে করবে যে, তার অপেক্ষা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি আর কেউ হয়নি। অথচ সেই হচ্ছে জাহান্নামীদের মধ্যে লঘুতর শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি।

হাদীস বুখারী ৪৬২১, ৬৪৬৮, মুসলিম ২৩৫৯, ১৩৪

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আমাদের সামনে এমন এক ভাষণ প্রদান করেন, এমন ভাষণ আর আমি কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কাদতে। এ কথা শোনার পর সাহাবীগণ ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

হাদীস মুসলিম ২৭৫৫

হযরত আবু হুরায়রাহ্(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ মু'মিনগণ যদি মহান আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত হত তাহলে কেউ জান্নাতের আশা করত না। আর কাফির সম্প্রদায় যদি মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হত তাহলে কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

হাদীস বুখারী ১৩১৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ জানাজার লাশ যখন রাখা হয় এবং লোকজন যখন তাকে তাদের কাঁধে বহন করে তখন এ লাশটি যদি সৎ কর্মশীল ব্যক্তির হয়, তাহলে সে বলতে থাকে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হও, আমাকে নিয়ে অগ্রসর হও। আর যদি এটি কোন অসৎ ব্যক্তির লাশ হয়ে থাকে, তাহলে সে বলে, হায়! দুর্ভাগাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার শব্দ শুনতে পায়।(কিন্তু) মানুষ যদি তার আর্তনাদ শুনত, তাহলে মূর্ছা যেত।

হাদীস বুখারী ৬৪৮৮

হযরত ইবিনে মাসউদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতা অপেক্ষাও কাছাকাছি এবং জাহান্নামও অনুরূপ স্থানে অবস্থান করছে।

হাদীস মুসলিম ২৬৮৭

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম(সাঃ) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ বলেন, যে একটি সৎ কাজ

করবে সে এর দশগুণ সওয়াব পাবে বা আমি আরও অধিক পরিমাণ প্রদান করব। আর যে একটি গুনাহ্ করবে সে তেমনি একটি গুনাহ্‌র শাস্তি পাবে বা আমি ক্ষমা করে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হবে, আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হব, আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার দিকে দুই হাত নিকটবর্তী হব। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আমার দিকে আসবে, আমি দৌড়ে তার দিকে যাব। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ্ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, অথচ সে আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নি। আমি তার সাথে অনুরূপ ক্ষমা সহ সাক্ষাত করব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর আযাবকে ভয় করতে হবে এবং গভীর আশা নিয়ে পাপকাজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং পাপকাজ ক্ষমা করে, আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

.....